169

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 19 JAN 1994
পৃষ্ঠা 2 কলাম 2

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচীর একটি করুণ চিত্র হইতে দেখা যায় অভিভাবকদের অজ্ঞতা ও দারিদ্র্য, শিক্ষক, শ্রেণী কক্ষ, বেঞ্চ ইত্যাদির অভাব এবং সরকারী কর্মকর্তাদের অবহেলার কারণে নাটোর জেলায় বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচীর সাফল্য অর্জন বাধাগ্রস্ত হইতেছে। এ ব্যাপারে একটি সরকারী তরিপে বলা হয়, নাটোর জেলায় বর্তমানে ছয় হইতে দশ বছর বয়স্ক স্কুল বয়সী ২ লক্ষ ১৫ হাজার ৯৩৪ জন শিশুর মধ্যে চলতি বছর ১ লক্ষ ৭২ হাজার ১৯১ জন স্কুলে ভর্তি হইয়াছে। ৪৩ হাজার ৭৪৩ জন শিশু বিভিন্ন কারণে স্কুলে ভর্তি হইতে পারে নাই। এদিকে রংপুর অঞ্চলের ৫টি জেলার ৩৫টি থানার ৫ হাজার ৯৪৮টি গ্রামের মধ্যে ২ হাজার ৩০৯টি গ্রামে কোন প্রাথমিক বিদ্যালয় না থাকায় প্রায় ৩ লক্ষ ৭৫ হাজার বালক-বালিকা প্রাথমিক শিক্ষার আলো হইতে বঞ্চিত হইতেছে। এই তথ্য দেশে সামগ্রিকভাবে বাধ্যতামূলক শিক্ষা কর্মসূচীর করুণ চিত্রই তুলিয়া ধরে। বলা বাহুল্য বিশ, শতকের এই শেষভাগে দেশের ৫টি জেলার ২ হাজার ৩০৯টি গ্রামে কোন প্রাথমিক বিদ্যালয় নাই ইহা কল্পনা করিতেও কষ্ট হয়। কিন্তু ইহাই হইতেছে বাস্তবতা। এই বাস্তবতা দেশে শিক্ষা বিস্তার, নিরক্ষরতা দূরীকরণ তথা বাধ্যতামূলক শিক্ষা কর্মসূচীর সাফল্য ও অগ্রগতিকেই যে নিদারুণভাবে পরিহাস করিতেছে তাহা বোধকরি না বলিলেও চলে। আমরা বুঝিতে পারি না, শিক্ষা বিস্তারের এতো প্রচার-প্রচারণার পরও দেশের গ্রামাঞ্চলগুলিতে কীভাবে প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত প্রতিষ্ঠা করা হয় না।

প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে এই ধরনের ব্যর্থতা সমাজের সার্বিক অগ্রগতিকেই যে ব্যাহত করিবে তাহা সম্ভবতঃ কাহাকেও অধিক বুঝাইয়া বলার দরকার নাই। শিক্ষা বঞ্চিত কোন দেশ ও জাতির অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি আশা করা যায় না। একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন অর্থনীতিবিদ শিক্ষার অভাবকেই আমাদের মতো দরিদ্র দেশগুলির দারিদ্র্য ও দুর্দশার অন্যতম প্রধান কারণ হিসাবে চিহ্নিত করিয়াছিলেন। সুতরাং অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি অর্জনের জন্যও শিক্ষা যে কতো প্রয়োজনীয় তাহা বলার অপেক্ষা রাখে না। অথচ আমাদের দেশে শিক্ষার অগ্রগতির কথা মুখে বলা হইলেও বাস্তবে ইহার অগ্রগতি কতোটা কী হইতেছে তাহা নাটোর ও রংপুর অঞ্চলের প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারের এই করুণ অবস্থা হইতেই কমবেশি আঁচ করা যায়।

শিক্ষাক্ষেত্রে অব্যবস্থা ও বিশৃঙ্খলার অন্ত নাই। সামগ্রিকভাবেই আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা নানা সমস্যার সম্মুখীন। তাহার মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে সংকট আরো ব্যাপক। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচীর সাফল্যের জন্য কেবল প্রচারই যথেষ্ট নয়, ইহার জন্য গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়ন ও দারিদ্র্য মোচনের ব্যবস্থা গ্রহণ করাও কর্তব্য। কারণ বিনামূল্যে বইপত্র কিংবা বিনা বেতনে শিক্ষার সুযোগ থাকিলেই কেবল দারিদ্র্য পীড়িত অভাবী লোকদের ছেলেমেয়েদের পক্ষে স্কুলে আসা সম্ভব হইবে না—কারণ তাহারা তাহাদের দুর্দশাপীড়িত পরিবারগুলির আয়-উপার্জনেরও সহায়ক শক্তি আর এই অর্থনৈতিক বাস্তবতার কারণেই বাধ্যতামূলক শিক্ষা কর্মসূচী ব্যাহত হইতেছে। ইহার উপর আছে পরীক্ষায় অসাফল্যের কারণে ব্যাপক হারে স্কুল ত্যাগ বা ড্রপ আউট। তাই কেবল বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার বিধানই যথেষ্ট নয়, সবদিক লক্ষ্য রাখিয়া বাস্তব কর্মসূচী গ্রহণ করা হইলেই কেবল শিক্ষা প্রসারের মাধ্যমে সকলের জন্য শিক্ষার শ্লোগান সফল করা সম্ভব হইবে।